কাঁচামাল সংকটে বন্ধ হওয়ার পথে শ্যামপুর চিনিকল

বদরগঞ্জ (রংপুর) থেকে এইচবি ওসমানী

পিছিয়ে পড়া জনপদ উত্তরাঞ্চল। প্রতি বছর বন্যা-খরার কারণে সৃষ্টি হয় কর্মহীনতা। কাজের জন্য পড়ে হাহাকার। প্রকট আকার ধারণ করে মঙ্গা। কাজ ও খাদ্যের অন্বেষণে জন্ম হয় নতুন নতুন শ্রমজীবী মানুষের। এ চিত্র রংপুর জেলায় চিরচেনা। এ সংকট মোকাবিলায় উত্তরাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক কল-কারখানা স্থাপন করা দরকার। রংপুরের মানুষ রিলিফ চায় না, চায় কাজ। কিন্তু রংপুরের বঞ্চিত মানুষের দাবি এখনও প্রতিশ্রুতির মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। যদিও একমাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্যামপুর চিনিকল কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে সেটিও বন্ধ হওয়ার উপক্রম। সরকারের উদাসীনতা, কর্মকর্তাদের অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে প্রতিবছর লোকসান গুনছে রংপুরের বৃহত্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্যামপুর চিনিকল। সরকারের আন্তরিকতা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রচেষ্টাই পারে এ লোকসানী প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা পরিবর্তন করতে। কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বদলে যেতে পারে শ্যামপুর চিনিকল। এটিই হয়ে উঠতে পারে লাখো মানুষের কর্মসংস্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পথ। অনুসন্ধানে জানা গেছে, রংপুরে জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্যামপুর চিনিকল। স্থাপনের পর হতে ৯০-এর দশক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক ছিল। এটিকে কেন্দ্র করে এক সময়ের অজপাড়াগাঁ শ্যামপুর হয়ে উঠে শিল্পনগরী। গড়ে উঠেছে ব্যাংক, বীমা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও পরিণত হয়েছে জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্রে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের রুটি-রুজির যোগান দিয়ে আসছে শ্যামপুর চিনিকল। ৯০-এর দশকের শুরুতে নাম উঠে লোকসানের খাতায়। তারপর থেকেই প্রতিবছর যোগ হতে থাকে লোকসানের বোঝা। বর্তমানে যার পরিমাণ প্রায় ১শ ২০ কোটি টাকা। লোকসানের ভারে ভারাক্রান্ত এ প্রতিষ্ঠানটি যেকোন সময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা নিয়েও অর্ধলাখ মানুষের জীবন-জীবিকার অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু লোকসান বন্ধ হচ্ছে না। লোকসানের নেপথ্যের কারণ অনুসন্ধানে জানা গেছে, কাঁচামাল সংকট, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনিয়ম-দুর্নীতি, আখচাষী হয়রানি, সিবিএ নেতৃবৃন্দের লুটপাট বাণিজ্যের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে চিনির দাম আশংকাজনক হারে কমে যাওয়া, কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, যান্ত্রিক ত্রুটি ইত্যাদি। বছরের পর বছর ধরে এ কারণগুলোকে চিহ্নিত করা হলেও সংকট নিরসনে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। কার স্বার্থে সংকট নিরসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না কেনই বা নজর পড়ছে না কর্তাব্যক্তিদের এমন প্রশ্ন সবার মুখে। প্রধান সংকট কাঁচামাল। বর্তমানে এ কাঁচামাল আখ সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। যার দায় বর্তায় অনেকটা প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে। বিগত ১ দশকের বেশী সময় ধরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আখ চাষীদের ঋণ প্রদান, পুঁজি বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। আখের মূল্য পরিশোধে চাষীদের ব্যাপক হয়রানি করা হয়। সময়মত আখের মূল্য না পেয়ে চাষীরা টাকার রসিদ বিক্রি করে দিয়ে থাকেন কমিশনে। আখের মূল্য পরিশোধে চাষীদের ব্যাপক হয়রানি করা হয়। আখচাষী হয়রানি চরম আকার ধারণ করায় আখচাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে চাষীরা। যার কারণ আখ সংকট। আখ চাষীদের হয়রানির কারণে চাষীরা অন্য আবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। রবি ফসলের চাষ বাড়ছে। আখের জমিতে চাষ হচ্ছে কলা, আলু, করলাসহ অন্যান্য ফসল। আখের তুলনায় অন্য আবাদে লাভ বেশী। শ্যামপুর চিনিকল এলাকায় প্রতিবছর পাওয়ার ক্রাশারে আখ মাড়াই করা হয়। মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ এলাকায় ৫/৭শটি পাওয়ার ক্রাশার ৪ মাস যাবৎ চালু থাকে। আখ মাড়াইয়ের মাধ্যমে গুড় তৈরী বন্ধ করা গেলে আখ সংকট কিছুটা রোধ করা যাবে। কারখানার যান্ত্রিক ত্রুটি কাঁচামাল সংকটের পর দ্বিতীয় কারণ। উৎপাদন ক্ষমতা কম, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে উৎপাদন কম হয়। যে কারণে চিনি আহরণের হার ঠিক থাকে না। যার অনিবার্য পরিণতি লোকসান। যান্ত্রিক ত্রুটির পিছনে পুরোনো যন্ত্রপাতি, অদক্ষ শ্রমিক এবং অব্যবস্থাপনা। ১৯৬৫ সালে স্থাপিত এ চিনিকলের অধিকাংশ যন্ত্রপাতির নাজুক অবস্থা। বছরের পর বছর ব্যবহারের পর কারখানার ব্রয়েলিং হাউস, মিল হাউস, প্যান সেকশনের

মোটর রোলারসহ গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ার পথে। পুরাতন যন্ত্রপাতি রিকন্ডিশন করে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতি মাড়াই মৌসুমে কিছু সংস্কার করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক শ্রমিক জানান- প্রতি মাড়াই মৌসুমে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ব্যাহত হয় উৎপাদন। দক্ষ জনশক্তির অভাবে যন্ত্রাদি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। সূত্র আরও জানায়, কারখানার যন্ত্রাংশ ক্রয়ে নীতিমালার নামে প্রতি বছর সরকারী অর্থ আত্মসাত করে কর্মকর্তারা। পুরোনো যন্ত্রাংশ রিকন্ডিশন করে নতুন বলে চালিয়ে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে শ্যামপুর সুগার মিলের এমডি মাহবুবার রহমান বলেন, আমরা সুগার মিলটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়াও কৃষকদের আখচাষীমুখী করতে বিভিন্নভাবে পরামর্শসহ বীজ, সার, এমনকি ভর্তুকির টাকাও দেয়া হচ্ছে যাতে করে এ ঐতিহ্যবাহী চিনিকলটি টিকিয়ে রাখা যায়। সরেজমিন পরিদর্শনকালে আখচাষী সাইফুল ইসলামসহ অনেকেই জানান, চিনিকল লোকসান কাটাতে না পারলে অতি অল্প সময়ে বন্ধ হয়ে যাবে। যার পরিণতি আখচাষী, শ্রমিক-কর্মচারী, ব্যবসায়ীসহ লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। আখের দাম বাড়ালে, চিনির দাম নিশ্চিত করলে লোকসান কমতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আঃ মজিদ জানান, শ্যামপুর চিনিকলের ধারাবাহিক লোকসানের কারণে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

কালীগঞ্জে আইন শৃংখলার চরম অবনতি

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

কালীগঞ্জে ডাকাতি, ছিনতাই ও হত্যা এখন নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলছে মদ, গাজা, জুয়া ও ফেন্সিডিলের রমরমা ব্যবসা। ৩ হত্যা, ৪ ডাকাতিসহ ১১ জনকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকিত এলাকাবাসী। গত মে-জুন মাসে কালীগঞ্জে ৪টি ডাকাতি সংঘটিত হলেও মামলা হয়েছে ১টি। গত ৩০ জুন হরিদেবপুর গ্রামে মৃত ফালাহ উদ্দিন ফাল্লার প্রবাসী পুত্র হযরত আলীর বাড়ীতে গভীর রাতে ডাকাত দল ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রবাসীর স্ত্রীসহ সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মালামালসহ প্রায় লক্ষ টাকার মাল নিয়ে যায় ডাকাত দল। গত ২৯ জুন হত্যা ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজিসহ ৪ মামলার আসামী মাহাবুবুর রহমান পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মোঃ ওহিদুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করলে ঘটনা স্বীকার করে বলেন– দায়িত্বরত ৮১৬ নং কনস্টেবল মোঃ হাবিবুর রহমান ও আনসার মোঃ আসিককে ক্লোজ করা হয়েছে। এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো কালীগঞ্জ থানায় পুলিশ হেফাজত থেকে আসামী পালিয়ে গেল। ২৯ জুন গভীর রাতে বাঘুন গ্রামে হাসান সরকারের বাড়ীতে অজ্ঞাত ১০/১২ জনের ডাকাত দল ডাকাতির প্রস্তুতিকালে হাসান সরকার ডাকাত দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এলাকায় যোগাযোগ করে। এলাকাবাসী ডাকাত দলকে ধাওয়া করলে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। একই তারিখ বালীগাঁও বাইপাস সড়কে তোয়ালী ব্যবসায়ী জালাল উদ্দিন জালুর পেট্রোল পাম্পের জন্য নির্ধারিত স্থানে ৩ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে তাদের দিনাজপুরগামী মালামাল ভর্তি ট্রাক প্রতারকচক্র নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অজ্ঞান ব্যক্তিদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, গত ২৮ জুন বাইপাস সংলগ্ন খঞ্জনা মসজিদের কাছে রেল লাইনের পার্শ্ব থেকে অজ্ঞাত (২০) পরিচয়ের কালো গেঞ্জি পরিহিত এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃত দেহের মাথায় ও কোমরে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। জানা যায় একই রাতে চৈতরপাড়াস্থ রেল লাইনের পার্শ্ব থেকে আরো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। গত ২৫ জুন ৩০০ বস্তা সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক তুমলিয়া ব্রিজে উঠতেই দুই ছিনতাইকারী ড্রাইভার বাচ্চু মিয়া ও হেলপারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৬ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ২৪ জুন, ভাদগাতী গ্রামের তোয়ালী ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামকে রাতে বাইপাস (বড়নগর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন) সড়কের পাট ক্ষেতে হাত পা বেঁধে সাথে থাকা ১৩ হাজার ৫শ' টাকা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। সকালে তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।গত ২৩ জুন টেকপাড়াস্থ মসজিদের উত্তর পাশে রেল সড়ক সংলগ্ন কলমী ঝোপে

পটুয়াখালীর বাউফল থানার কাছিপাড়া গ্রামের ইউনুছ আলীর পুত্র বিল্লাল (২০)কে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে ভৈরব জিআরপি পুলিশ। অতঃপর বেওয়ারিশ হিসেবে লাশ দাফন করে। ২৪ জুন তার বড় ভাই ও আত্মীয়-স্বজন একটি সূত্রের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে মৃতদেহ কবর থেকে তুলে লাশ সনাক্ত করে নিয়ে যায়। একই রাতে ঐ স্থান থেকে টাঙ্গাইলের রতন (৩০) ও বাঘারপাড়া এলাকা থেকে মনসুর (অজ্ঞাত), বগুরার সুজন ও অজ্ঞাত এক ব্যক্তিসহ ৪ জনকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে ঢামেক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

লোহাগাড়ায় অবৈধভাবে বালি উত্তোলন!

লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার গৌড়স্থান মৌজার সরাই খালের একাধিক পয়েন্ট হতে স্থানীয় সন্ত্রাসী বুলু বাহিনী অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার হারাচ্ছে মোটা অংকের রাজস্ব। ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ পয়েন্ট সৃষ্টি করে প্রতিদিন ২০-২৫ ট্রাক বালি উত্তোলন করায় সরাই খালের ওপর লাখ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একমাত্র ব্রিজটি ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়াও গত ২৪ মে স্থানীয় ব্যবসায়ী আবুল কাশেম ইউএনও বরাবর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে চুনতি ইউনিয়ন তহশিলদার দিদার উদ্দিনকে বিষয়টি তদন্তের জন্য দায়িত্ব দেন। দায়িত্ব পেয়ে গত ২৫ মে তহশিলদার দিদার উদ্দিন তদন্ত করতে গেলে স্থানীয় সন্ত্রাসী বুলু বাহিনীর অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করার প্রমাণ পান। অবৈধ বালি উত্তোলনের তদন্ত করায় তাকে বুলু বাহিনী প্রাণনাশের হুমকী দেয়। হুমকীর প্রেক্ষিতে তহশিলদার দিদার উদ্দিন বাদী হয়ে গত ১৮ জুন লোহাগাড়া থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করলেও এখনও পুলিশ তা রেকর্ড না করায় সন্ত্রাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহে বালির উত্তোলন অব্যাহত রেখেছে বলে জানা যায়। এ ব্যাপারে লোহাগাড়া থানার ওসি আনিসুল হক মৃধা জানান, বিষয়টি তদন্তাধীন। তদন্ত কাজ শেষ হলেই আমি অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।

কুলিয়ারচরে পানিবদ্ধতা

কুলিয়ারচর (কিশোরগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

কুলিয়ারচর পৌর এলাকার প্রাণকেন্দ্রে বীরপ্রতীক শহীদ সেলিম সড়কে অল্প বৃষ্টিতেই পানিবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। বর্ষা শুরু হতে না হতেই পৌর বাজার থেকে উপজেলা পরিষদের এ সড়কে পানিবদ্ধতা সৃষ্টির কারণে ক্রেতা সাধারণের ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। অপরিকল্পিত ড্রেনেজ এবং বাজার থেকে লঞ্চ টার্মিনালের রাস্তাটি উঁচু হওয়ায়। এলাকার পানি সরতে পারছে না। এ ব্যাপারে স্থানীয় কাউন্সিলর জানান, সড়কের পার্শ্বের উঁচু ভবন এবং স্থানটি নিচু হওয়ায় এ পানিবদ্ধতার সৃষ্টি। আগামী বাজেটের অর্থপ্রাপ্তি সাপেক্ষে এ সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা হবে।

যশোর সীমান্তে ৩ মাসে ৩৭ কোটি টাকার পণ্য আটক

যশোর থেকে রেবা রহমান

পিলখানা ট্রাজেডির পর প্রথমদিকে ঢিলেঢালা থাকলেও যশোর বিডিআর ঘুরে দাঁড়িয়ে আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে গেছে। যশোর সীমান্তে সার্বক্ষণিক পাহারা দিয়ে সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি সীমান্তবাসীদের নিরাপত্তা, চোরাচালান দমন, নারী ও শিশু পাচার রোধে বিরাট সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছে। যশোর বিডিআর গত ৩ মাসে ৩৭ কোটি ৭১ লাখ ৮৮ হাজার ২১৪ টাকার চোরাচালন পণ্য আটক করেছে। যা গত বছরের (২০০৮ সাল) ওই সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ। আটক চোরাচালান পণ্যের মধ্যে শুধুমাত্র ফেনসিডিল

আটক হয়েছে ২৭ হাজার ৪৭৩ বোতল। যার মূল্য ১ কোটি ৩৭ লাখ ৩৬ হাজার ৫শ' টাকা। গতকাল আটক ফেনসিডিল ধ্বংস করা হয়। এছাড়া ভারত থেকে একটি ট্রাক আমদতানীকৃত পণ্য খৈল নিয়ে বেনাপোল ট্রান্সশিপমেন্ট ওয়ার্ডে ঢুকে মাল আনলোড না করে চেসিস ও নাম্বার প্লেট পরিবর্তন করে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। পরে বিডিআর তা আটক করে। মটর সাইকেলের সিটের মধ্যে লুকিয়ে ও অভিনব পন্থায় ফেনসিডিল চোরাচালানের সময় আটকসহ অসংখ্য সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছে যশোর বিডিআর। গত বৃহস্পতিবার যশোর বিডিআরের কমান্ডিং অফিসার লেঃ কর্নেল হাসিব আলম সাংবাদিকদের কাছে বিডিআরের সাম্প্রতিককালের সাফল্যের তথ্য তুলে ধরেন। বিডিআর সূত্র জানায়, ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে ঢাকা পিলখানা বিডিআর হেড কোয়ার্টারের মর্মান্তিক ঘটনার পর কিছুদিন অন্যান্য এলাকার মতো যশোর বিডিআরও থমকে যায়। পলাতক বিডিআর আটক, ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে পুলিশ মোতায়েন, অফিসাররা ক্যান্টনমেন্টে বসে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হওয়াসহ বিভিন্ন ঘটনায় চলে যায় মার্চ মাসের প্রায় পুরোটাই। এরপর এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত মাত্র ৩ মাসে ব্যাপক তৎপরতা চালায় যশোর বিডিআর। স্বল্পসময়ে বিরাট সাফল্যে বিডিআরের সদস্যরা অত্যন্ত খুশী। কয়েকজন বিডিআর সদস্য জানিয়েছেন, আগের চেয়ে বহুগুণে তৎপরতা রয়েছে তাদের। যশোর সীমান্তের মোট ১৪৫ কিলোমিটারে ১৪৫টি বিওপি ও ২৯টি ডিউটি পোস্টের মাধ্যমে সীমান্ত সুরক্ষায় বিডিআর জওয়ানরা সার্বক্ষণিক পাহারা দিচ্ছে।

বাঁশি বাদক এখন সিএনজি চালক

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার চান্দলা ইউনিয়নের দরপ নারায়ণপুর গ্রামের আয়েত আলীর ছেলে মোঃ নূরুল ইসলাম (৪৫) দীর্ঘ ২৮ বছর যাবত বাঁশি বাজায়। তিনি ঢাকা শিল্পকলা একাডেমীতে কয়েকবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে বাঁশি বাজিয়েছেন। তিনি গত বছর বাংলা লিংক মোবাইল কোম্পানির বিভিন্ন প্রোগ্রামে ৩ মাস বাঁশি বাজিয়ে প্রতি মাসে ১৫ হাজার টাকা করে আয় করতেন। বর্তমানে বাংলা লিংক মোবাইল কোম্পানির এই প্রোগ্রামটি বন্ধ থাকার কারণে নিজ এলাকাতে এসে বাঁশি বাজিয়ে তার সংসার চলে না বিধায় তিনি বর্তমানে কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া সড়কে সিএনজি গাড়ি চালিয়ে কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তিনি সংসার জীবনে ৪ ছেলে ২ মেয়ের জনক। তিনি সাংবাদিকদের জানান, কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে যদি তিনি বাঁশি বাজানোর কাজ পেতেন তাহলে সিএনজি চালান বন্ধ করে সারা জীবন বাঁশি বাজাতেন।

পূবালী ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ

খুলনা ব্যুরো

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড সম্প্রতি খুলনা অঞ্চলের প্রধান জীবন কৃষন বিশ্বাসের নেতৃত্বে এবং পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ এবং নওয়াপাড়া বাজার শাখা ব্যবস্থাপকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা প্রায় অর্ধ লাখ টাকার ত্রাণসামগ্রী চিঁড়া, মুড়ি, গুড়, পানি, স্যালাইন, লুঙ্গি, শাড়ি, ব্লিচিং পাউডার, মোমবাতি, দিয়াশলাই ও পুরনো কাপড়-চোপড় ইত্যাদি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার পদ্মপুকুর ইউনিয়নের দুর্গত মানুষের মাঝে সম্প্রতি প্রায় ৫শ' পরিবারকে বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, উক্ত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে পূবালী ব্যাংক লিমিটেডই প্রথম অংশগ্রহণ করেন।

প্রফেসর মোখলেছুর রাবি'র আইবিএ'র নয়া পরিচালক

রাবি সংবাদদাতা

প্রফেসর ডঃ মোখলেসুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) নয়া পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। গত বুধবার আইবিএ'র ভবনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ

দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাবি উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মোঃ আব্দুস সোবহানের উপস্থিতিতে বিদায়ী পরিচালক প্রফেসর ডঃ মোঃ আখতার উদ্দিন তার হাতে এ দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাবি'র উপ-উপাচার্য প্রফেসর মুহম্মদ নুরুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুর রহমান, সকল অনুষদের অধিকর্তাবৃন্দ, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টরসহ বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকবৃন্দ।

সিংড়ায় কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

সিংড়া (নাটোর) উপজেলা সংবাদদাতা

গত বৃহস্পতিবার সিংড়া পৌর কমিউনিটি সেন্টারে ২০০৮ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এমপি এডঃ জুনাইদ আহমেদ পলক। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আয়োজনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আতাউল গণির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিংড়া উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিজান, ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফিক, মোছাঃ আঞ্জুমান আরা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল খালেক। এছাড়া অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি বেলাল হোসেন ও কৃতী শিক্ষার্থী আকিব আল নিশাত।

চৌদ্দগ্রামে দলিল হস্তান্তর ও নগদ টাকা বিতরণ

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা

বর্তমান সরকারের ভূমিহীনদের আশ্রয়ন দেয়ার কর্মসূচীর অংশ হিসেবে চৌদ্দগ্রামের ২০ ভূমিহীনের মধ্যে সরকারী খাসজমি বন্দোবস্ত খতিয়ান ও দলিল হস্তান্তর করা হয়। জাতীয় সংসদের হুইপ মুজিবুল হক মুজিব গত বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা হলরুমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ভূমিহীনদের মধ্যে খতিয়ান হস্তান্তর করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিধায়ক রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দলিল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চৌদ্দগ্রামের সহকারী কমিশনার (ভূমি) রোকনউদ্দিন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম হাজারী, আবদুর রশিদ চেয়ারম্যানসহ আরও অনেকে। এবার ২০ ভূমিহীনের মধ্যে সরকার ২ একর ৫৩ শতাংশ খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়। পরে হুইপ মুজিবুল হকের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রত্যেককে উক্ত ভূমিতে ঘর নির্মাণ করার জন্য ৫ হাজার টাকা করে অনুদান হিসেবে দেন।

ভোটার তালিকার কার্যক্রম শুরু

নড়াইল জেলা সংবাদদাতা

নড়াইলে ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত বুধবার নড়াইল পৌরসভায় এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন নড়াইল পৌর মেয়র অ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন বিশ্বাস। এ সময় জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ জাহাঙ্গীর আলমসহ সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কেশবপুর খাদ্য গুদামে চাল ক্রয়ে অনিয়মের অভিযোগ

কেশবপুর (যশোর) উপজেলা সংবাদদাতা

কেশবপুর খাদ্য গুদামে সরকার ঘোষিত চাল ক্রয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সূত্র জানায়, কেশবপুর খাদ্য গুদামের ওসিএলএসডি এবং টিসিএফ যৌথভাবে মিলারদের কাছ থেকে সরকারী বরাদ্দ ৮শ' ৫০ মেঃ টন চাউল কেনার নামে টিআর এবং কাবিখার চাউল রিক্রাসিং করে পুনরায় খাদ্য গুদামে ক্রয় করছে। শহরের বড় বড় দু'টি রাইস মিল ১২ টাকা দরে টিআর ও কাবিখার চাউল ক্রয় করে মিলে হলারিং করে সরকারী গুদামে

২২ টাকা দরে বিক্রি করছেন যা ওপেনসিক্রেট। এর জন্য মিল মালিকদের দিতে হচ্ছে ওসিএলএসডি পাবেন বস্তাপ্রতি ৪০ টাকা ও টিসিএফ পাবেন ৩০টাকা। সূত্রটি আরো জানায়, মেয়াদ উত্তীর্ণ চাউল সরকার দ্রুত বাজারে ছেড়ে দিলে অতি লোভী মিল মালিক ও গুদাম কর্মকর্তা যোগসাজশে কাজ করছেন বলে জানা যায়।

গাবতলীর কামার শিল্পে দুর্দিন

গাবতলী (বগুড়া) থেকে আল-আমিন

বগুড়ার গাবতলী উপজেলা থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে কামার প্রথা। এ শিল্পে কাজ না থাকায় জীবিকার সন্ধানে এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। প্রাচীনকালের পেশাজীবীদের কর্মকাণ্ড আজ বিলুপ্তির পথে। প্রতিদিনের মতো হতদরিদ্র কামারদের তৈরী দা, বঁটি, কাঁচি, হাঁসুয়া, লাঙলের ফলা, কোদাল, ছুরি, শাবল, খন্তা, কুড়াল, কাটি (ফলা), মই ইত্যাদি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে লাঙলের পরিবর্তে ইঞ্জিনচালিত ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, দা, কাচি, হাঁসুয়া, কোদাল, খন্তা, বঁটি হচ্ছে আধুনিক লেদমেশিনে। কামাররা নিপুণ হাতে তৈরী করত গরুর গাড়ীর কাঠের চাকার নিকে, জোয়াল, লাঙল, ইস, বিদে, মড়ি, ঢেঁকিসহ কৃষি কাজে ব্যবহারযোগ্য অনেক লোহার দ্রব্য। উপজেলার সবচেয়ে বেশী কামার পীরগাছা হাটের কামারচর বামুনিয়ার ৫০ পরিবার। এছাড়াও দক্ষিণপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্রপুর, খোলাপাথার ২০টি, কাগইলে ৫টি, তেলিহাটায় ২৫টি, রামেশ্বরপুর ২টি, জামির বাড়ীয়ায় ৩টিসহ উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে কামার পরিবার রয়েছে। তারা নানা দুর্ভোগে থাকলেও প্রতি গ্রামে আজও কিছু সংখ্যক কামার পরিবার বাপ-দাদার এ পেশা ধরে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগে থেকে প্রতি গ্রামে কামাররা সাইকেল করে বিভিন্ন হাটবাজারে নির্দিষ্ট স্থানে বসে তাদের অর্ডার নেয়ার কাজ তৈরী করতো। বর্তমানে লোহা ও পোড়া কয়লার দাম বেশী হওয়ায় বাজারে তাদের দ্রব্যের দাম কমার ফলে যা আয় হয় তা দিয়ে তাদের সংসার চলছে না। উপজেলার কাগইলে মৃত গৌর গোপাল কামারের পুত্র শান্ত ও গোবিন্দ জানান, আগে কামারদের কাজের চাহিদা বেশী ছিল। সে সময় আমরা অতি পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করতাম। বাপ-দাদার এ পেশা ছিল। কামার শিল্পে আমরা দুই ভাই ৫৫ বছর ধরে আছি। কামার শিল্পে কোন ব্যাংক ঋণ ও সরকারী সুযোগ সুবিধা না থাকায় এ শিল্পের আজ দুর্দিন। এ শিল্পে জীবনের ঝুঁকিও বেশী। তবুও আগেকার সময় কৃষকদের ভিড় ছিল, কাজের কদর ছিল বেশী। দিনরাত কৃষকরা কাজ করে নিত। এখনও ধান কাটার সময় কিছুটা ভিড় হলেও বাকী সময় মানুষের মজুরী দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তা না হলে এ কাজের ওপর নির্ভর করে থাকলে এক বেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। বর্তমানে যান্ত্রিক যুগের কারণে আজ হারিয়ে যেতে বসেছে কামার শিল্প। ফলে এ আদি পেশা ছেড়ে বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়ছে কামাররা। নিপুণ কারুকার্যের আদি এ কামার শিল্পকে বাঁচাতে সংশ্লিষ্ট যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেছে গাবতলীর কামার পরিবার।

কাজীপুরে বিধ্বস্ত রাস্তা মেরামত না হওয়ায় দুর্ভোগ চরমে

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার মাইজবাড়ী ইউপির শ্যামপুর থেকে ঢেকুরিয়াহাট পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার পাকা সড়কটি বিগত বন্যায় ৫ জায়গায় ভেঙ্গে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা মানুষের হেঁটে চলাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। শ্যামপুর-ঢেকুরিয়া এই রাস্তায় এখনও বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে। কুনকুনিয়া আব্দুস ছামাদ মেম্বারের বাড়ির পাশে ভাঙ্গনকবলিত রাস্তায় এখন কোমর পানির মধ্যে দিয়ে এলাকাবাসী পারাপার হচ্ছে। ঢেকুরিয়াহাট থেকে ছালাভরা পর্যন্ত রাস্তাটি ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া মাইজবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের উত্তর ও দক্ষিণ দু'জায়গায় ভেঙ্গে যাওয়ায় জনসাধারণের চলাচলে দারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এই এলাকার স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে

চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ঢেকুরিয়া হাটটি কাজীপুর উপজেলার সবচেয়ে বড় হাট। প্রতিবছর এ হাট থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হয় ২ থেকে ৩ থেকে লাখ টাকা। বিগত বন্যা এক বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি ওই রাস্তাঘাট মেরামত না করায় জনগণকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে মাইজবাড়ী ইউপির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ শওকত হোসেন (ছাকার) দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, এসব সড়ক মেরামতের জন্য উপজেলা প্রশাসনকে অনুরোধ করা হলে তারা বিষয়টি সড়ক ও জনপথ অধিদফতরকে বিস্তারিত জানিয়েছে। তবে এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

ভুয়া ঠিকানা দেখিয়ে শিক্ষক নিয়োগ

রাজনগর (মৌলভীবাজার) উপজেলা সংবাদদাতা

রাজনগরে ভুয়া ঠিকানা দেখিয়ে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। চাকরির আবেদনের জন্য স্থানীয় হওয়ার নিয়ম থাকলেও চাকরিপ্রাপ্তরা রাজনগরে তাদের ভুয়া স্থায়ী ঠিকানা এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন অফিস থেকে নাগরিকত্ব সনদ তুলে আবেদন করে রাজনগরের কোটায় নিয়োগ পেলেন এবং গত ২৭ এপ্রিল তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এতে স্থানীয় প্রাইমারী শিক্ষকরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এবার রাজনগর উপজেলা থেকে ৫৫ জন পুরুষ ও মহিলা সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন। এর মধ্যে থেকে ২ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা রাজনগর উপজেলায় তাদের স্থায়ী ঠিকানা দেখিয়ে আবেদন করলে তারা নিয়োগলাভ করেন। তবে এদের কারো বাড়ি রাজনগর উপজেলায় বা মৌলভীবাজার জেলায় নয় বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে। ভুয়া ঠিকানা দেখিয়ে চাকরিপ্রাপ্তরা হলেন– আজগর আলী, পিতা-মৃত আব্দুল আলী মণ্ডল, গ্রাম-খারপাড়া, ইউনিয়ন- রাজনগর, রাজনগর প্রকৃত বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়। তিনি নিয়োগ পেয়েছেন দক্ষিণ অন্তেহরী সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে। জেসমিন বেগম, স্বামী ছাদেকুল আমীন ভূঁইয়া, গ্রাম-পশ্চিমভাগ, রাজনগর। তার প্রকৃত বাড়ী কুমিল্লা জেলায় তিনি নিয়োগ পেয়েছেন ভেড়িগাঁও সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে। কামরুন্নাহার, পিতা-কামরুল ইসলাম, গ্রাম-হরিণাচং, ইউনিয়ন+থানা-রাজনগর। তার প্রকৃত বাড়ী মুন্সীগঞ্জ জেলায়। তিনি নিয়োগ পেয়েছেন ইসলামপুর নয়াগাঁও সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ে। এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোক্তার হোসেন সরকারের সাথে কথা বলতে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

পটিয়ায় পোল্ট্রি খামারের দুর্গন্ধে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

পটিয়া (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

যখন ক্লাসে যাই তখন প্রচণ্ড দুর্গন্ধের জন্য নাকে কাপড় দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিতে হয়। আমার মত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই স্কুলের পশ্চিম দিকের কক্ষগুলোর ক্লাস নিতে চায় না। এভাবেই অকপটে বললেন পটিয়ার এয়াকুবদণ্ডী এইচপি উচ্চ বিদ্যালয়ের মর্জিয়া বেগম নামের এক সহকারী শিক্ষিকা। স্কুলে আসা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা জানালেন, দুর্গন্ধের জন্য ক্লাস করতে পারেনা, এমনকি তাদের শ্বাসকষ্ট হয়। আবার অনেকে স্কুলেই অসুস্থতা বোধ করে। এরকমই চট্টগ্রামের পটিয়ায় এয়াকুবদণ্ডী সরকারী প্রাইমারী স্কুল ও এয়াকুরদণ্ডী এইচপি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কুলের হাজার খানেক ছাত্র-ছাত্রী নিকটস্থ পোল্ট্রি খামারের দুর্গন্ধে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে লেখা-পড়া করছে। প্রশাসন ও স্যানিটারী কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে কোন প্রকার বৈধ স্যানিটারী লাইসেন্স ছাড়াই মৎস্য পোনা হ্যাচারীর নাম দিয়ে এ খামার চালিয়ে যাচ্ছে বলে এলাকার স্থানীয়দের অভিযোগ। সরেজমিনে গিয়ে উপলব্ধি করা গেছে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার আরাকান সড়কের পাশে হওয়ায় দুর্গন্ধে এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠছে। নাকে হাত দিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা লেখা-পড়া করছে। প্রাইমারী স্কুলে ৩৫৫ জন ও হাইস্কুলে ৩৩১ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়া করে। এতে করে শিশুরা দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট রোগে ভোগতে পারে। এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণহানির মতো মারাত্মক কোন

ট্রাজেডির জন্ম হতে পারে। কথা হলে সামিয়া সরোয়ার নামের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রী জানালেন, ফার্মের (খামার) দুর্গন্ধে ক্লাসে বসা যায় না, অনেক সময় বমি বমি লাগে। প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নাছিমুন আরা বেগম জানালেন, খামারের দুর্গন্ধে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এব্যাপারে তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে অভিযোগ দিলে তারা সরেজমিনে তা পরিদর্শনও করেন। তিনি আরো জানান, শুধুমাত্র একটি স্টোর (গুদাম) করার কথা বলে পরবর্তীতে এ খামার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাইমারী স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রেজাউল করিম বেগ ও সহ-সভাপতি মোহাম্মদ বোরহান উদ্দীন জানান, খামার মালিকদের ডেকে এনে আমরা কথা বলেছি, তারা দুর্গন্ধ ছড়াবে না বলে আমাদের আশ্বস্ত করার পরও পুনরায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার ক্ষতি হচ্ছে ও স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনাও রয়েছে। এয়াকুবদণ্ডী এইচপি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কল্যাণ কান্তি বিশ্বাস জানালেন, বাতাসের মাধ্যমে এ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম শামীম হাসান জানান, মারাত্মক দুর্গন্ধের কারণে শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, ব্রনকাইটিস, ব্রনকিউলাইটিস এবং পরিবেশ দূষণের কারণে চর্মরোগও হতে পারে। স্যানিটারী পরিদর্শক শাহ এমরান জানান, প্রগতি (বিডি) নামের এ পোল্ট্রি খামারের কোন স্যানিটারী লাইসেন্স নেই। বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অবগত হওয়া সত্ত্বেও রহস্যজনক কারণে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিযোগ।

ডাকাতের আস্তানা...

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ডাকাতের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। উপজেলার চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক সংলগ্ন হাসিমপুর বান্ন্যাপুকুর পাড়ে ডাকাত দল আস্তানা গড়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। গত ৩০ জুন রাত সাড়ে ৯টায় সংঘবদ্ধ ডাকাত দল ওই পুকুর পাড়ে অবস্থান নিয়ে যাত্রীবাহী গাড়ী ডাকাতির প্রস্তুতিকালে প্রত্যক্ষদর্শীরা চিৎকার দিলে এবং মোবাইল ফোনে খবর ছড়িয়ে পড়লে চতুর্দিক থেকে জনতার ভিড় জমতে দেখে ওই ডাকাত দল গা-ঢাকা দেয়। খরব পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে টহল দেয় বলে এলাকাবাসী জানান। এছাড়া গত ২৫ জুন বান্ন্যা পুকুরের পশ্চিমে এক প্রবাসীর ঘরে ২০-২৫ জনের সংঘবদ্ধ ডাকাত দল হানা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত পা-বেঁধে ৫ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা ও অন্যান্য মুল্যবান আসবাবপত্র নিয়ে চলে যায়। সন্ধ্যা নামলে এই স্থানে বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী ও পথচারীরা ডাকাত আতংকে ভোগেন।

রাঙ্গুনিয়ায় পোল্ট্রি শিল্প হুমকির মুখে

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

রাঙ্গুনিয়ায় ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের কারণে পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংস হতে চলেছে। দিন রাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গড়ে ৬ ঘণ্টাও বিদ্যুৎ সরবরাহ মিলছে না। এদিকে প্রচণ্ড তাপদাহ, অপরদিকে লোডশেডিং ও ফার্মের মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। এ কারণে পোল্ট্রি শিল্প ব্যবসা লাটে উঠেছে। ফার্মের মুরগীর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে প্রতি কেজি মুরগীর মূল্য ৮০ থেকে ১০০ টাকা দরে বিক্রি হতো, এখন সেই মুরগী প্রতি কেজি ১৩০ থেকে ১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। চাহিদার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় থাকলে পোল্ট্রি শিল্পে বিপ্লব সাধিত হতো। অথচ ন্যূনতম বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকলেও এই শিল্পটি মুরগী উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হলে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে মানুষের উপকারে আসতো বলে পোল্ট্রি মালিকরা মনে করছেন। বর্তমানে রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৫শ’ পোল্ট্রি ফার্ম রয়েছে। সাড়ে ৩ লাখ জনগোষ্ঠীর এই উপজেলা জনসাধারণের পুষ্টি জাতীয় খাদ্য সরবরাহের জন্য পোল্ট্রি শিল্পের অবদান

অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, এই শিল্পে এখানকার প্রায় ২ হাজার শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থান চলছে। বিদ্যুৎ সংকটের কারণে বর্তমানে ২ শতাধিক পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষিত প্রায় ১ হাজার যুবকও যুব মহিলা কর্মসংস্থান হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে রাঙ্গুনিয়াবাসীর ক্ষতি হলেও এ বিষয়ে স্থানীয় এমপি ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীসহ প্রশাসনের কোনরূপ মাথাব্যথা নেই। রাঙ্গুনিয়াবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও মানুষের জীবন জীবিকার প্রয়োজনে পোল্ট্রি শিল্পকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বিদ্যুৎ খুবই জরুরী। মুরগীর বাচ্চা বড় করার জন্য যেমন তাপ প্রয়োজন, তেমনি বড় মুরগীর জন্য বাতাস খুবই জরুরী। তাপ ও বাতাস দুটিই বিদ্যুৎ থেকে আসে বিধায় পোল্ট্রি শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ, পশুসম্পদ দপ্তর ও উপজেলা নির্বাহী র্কমকর্তাসহ স্থানীয় এমপির আশু হস্থক্ষেপ পোল্ট্রি মালিকরা কামনা করছেন।

ছয় মাসের শিশু শুভকে বাঁচাতে সাহায্যের আবেদন

মহম্মদপুর (মাগুরা) উপজেলা সংবাদদাতা

মহম্মদপুরের সাংবাদিক সুব্রত সরকারের একমাত্র ছেলে শুভ সরকার হার্টের সমস্যা (ছিদ্র) নিয়ে গত ২২/১২/০৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর থেকে হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত শুভ সরকারের চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছেন, অবুঝ ওই শিশুর শরীরে দ্রুত অপারেশন প্রয়োজন। আর এ জন্য দরকার প্রায় তিন লাখ টাকা। কিন্তু এত টাকা অসচ্ছল ও অসহায় উপজাতি সাংবাদিককর্মী পিতার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় তার আশু অস্ত্রোপচারের জন্য দেশের সরকার-প্রধান, বৃত্তশালী ও দানশীলদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতা কামনা করেন। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা– সুব্রত সরকার, সঞ্চয়ী হিসাব নং-৬৮৪২, জনতা ব্যাংক লিঃ, মহম্মদপুর শাখা, জেলা-মাগুরা। মোবাঃ ০১৭১৩-৯০৫৩৩৮।

মিঠাপুকুরের বিভিন্ন স্থানে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন

মিঠাপুকুর (রংপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বিভিন্ন হাট-বাজারে ছোট ছোট চা ও মুদি দোকানগুলোতে খরিদদারদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রাতে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে অশ্লীল ছবি। বিক্রি করা হচ্ছে মাদক। এর ফলে যুবক ও উঠতি বয়সের ছেলেরা বিপথগামী হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন নীরব। অভিযোগে জানা গেছে, মিঠাপুকুর উপজেলা মাঠের হাট, শাল্টির হাট, পোড়ার হাট, গিরাই হাট, বুজরুক সন্তোষপুর বাজার, মিলনপুর বাজার, তরফসাদী, কেশবপুর বাজার, ছড়ান হাট, বালুয়া মাসিমপুর বাজার, তালতলার হাট, শাল্টি গোপালপুর, বড়বালা, মোসলেম বাজার, শাল্টি ছ'মিল, আবিরের পাড়া, চড়ার হাট, চাতাল, ফকিরের হাট, পাগলার হাট, তালিমগঞ্জ, কদমতলা, মাঠের হাট, নাউয়ার হাট, মোলঙ্গের হাট, এরশাদ মোড়, পাগলার বাজার, মাছের আড়ৎ, গোড়বান্দা, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, বৈরাতীসহ দেড় শতাধিক হাট-বাজারগুলোতে রাত্রে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে অশ্লীল ছবি। পাশাপাশি ওই দোকানগুলোতে বিক্রি হচ্ছে ফেনসিডিল, চোয়ানী, গাঁজা, মদ, তামাকসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য। প্রশাসনের কোনরূপ উচ্ছেদ অভিযান না থাকায় দিনের পর দিন এসব ব্যবসায়ী চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অসামাজিক কর্মকাণ্ড। এর ফলে এলাকার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও উঠতি বয়সের ছেলেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাবু মাখন কুমার মহন্ত বলেন, মিঠাপুকুরের বিভিন্ন হাট-বাজারে রাতে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন ও নেশা দ্রব্যের বিক্রির ফলে আমাদের উঠতি বয়সের ছেলেরা বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা লেখাপড়ায় মন বসাতে পারছে না। যার ফলে লেখাপড়া ও উন্নয়নমূলক কাজ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি দেশ ও জাতির উন্নয়নের স্বার্থে এসব অতিশীঘ্রই বন্ধ করা দরকার। এসব স্থানে গভীর রাত পর্যন্ত অশ্লীল ছবি প্রদর্শন ও মাদক বিক্রয় করা হয়। আমাদের এলাকার সচেতন লোকজন উচ্ছেদের অনেক চেষ্টা করেছি কোন ফল পাইনি।

কলেজে বর্ধিত ভর্তি ফি আদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্মারকলিপি

সিলেট অফিস

সিলেটের বিভিন্ন কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বর্ধিত ভর্তি ফি আদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছে সিলেট ফোরাম। সেই সাথে তারা সিলেটের সরকারী কলেজগুলোতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধিরও দাবী জানিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এ স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। স্মারকলিপির অনুলিপি পাঠানো হয় অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, জেলা প্রশাসক ও সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবরে। স্মারকলিপি প্রদানকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট ফোরাম'র আহ্বায়ক এডভোকেট আবদুস সাদেক লিপন, যুগ্ম-আহ্বায়ক এডভোকেট আল আসলাম মুমিন, রেহান উদ্দিন রায়হান, সদস্য সচিব সিএম মারুফ, সদস্য ফয়ছল আলম, জুরেজ আবদুল্লাহ গুলজার প্রমুখ।

দিরাই-মদনপুর সড়কের বেহালদশা

দিরাই (সুনামগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

দিরাই-মদনপুর সড়কে অসখ্য ঝুঁকিপূর্ণ গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, লাইটেস, কার-লেগুনাসহ অন্যান্য যানবাহন চলছে। এসব গর্তের কারণে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা, হতাহত হচ্ছে এ সড়ক চলাচলকারী সাধারণ যাত্রীরা। এ সড়কে প্রতিদিন দেশী-বিদেশী এনজিওর লোক চলাচল করলেও তা মেরামতে কারো নজর পড়েনি, বর্তমানে সবচেয়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ গর্তটি হচ্ছে দিরাই পৌরসভার আনোয়ারপুরের উত্তরে বাংলাদেশ কি-মেইল একাডেমীর সামনে, গত কয়েক দিন ধরে রাস্তার দুপাশে বৃহৎ গর্ত হলে যানবাহন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করলেও সড়ক ও জনপথ বিভাগের কোন দৃষ্টি পড়েনি।

বৈষম্যের শিকার উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র চা চাষ প্রকল্প

পঞ্চগড় জেলা সংবাদদাতা

ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে উত্তরাঞ্চল ক্ষুদ্র চা চাষ প্রকল্প ভেস্তে যেতে বসেছে। জানা যায়, ২০০০ ইং সালে শুরু হওয়া পঞ্চগড়ে চা চাষ প্রায় ৮শ' ৮১ হেক্টর এসে দঁড়িয়েছে। প্রকল্প জমি চাষের পরিমাণ ছিল ১৬ হাজার হেক্টর। অপরদিকে ইউরোপিয়ান ইউকোনমিক কাউন্সিলের ৩ কোটি ৪৫ লাখ টাকা শুধুমাত্র ১ কোটি টাকা বিতরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৮শ' ৮১ হেক্টর জমির চা চাষ। এখানে চা চাষ ব্যাপ্তি লাভে যে সমস্যাগুলো মুখ্য তার মধ্যে প্রধান সমস্যা কাঁচাপাতার ন্যায্যমূল্য পাওয়া, পার্শ্ববতী ভারত এর মূল্য কেজি প্রতি ১৮ হতে ২০ টাকা প্রকার ভেদে। কিন্তু পঞ্চগড়ে করতোয়া ও টিটিসিএল কারখানায় কাচা চা পাতা প্রতি কেজি ১১ টাকায় খরিদ হচ্ছে। এতে করে চা চাষীরা তাদের উৎপাদন খরচ তুলতে পারছে না। দেশের সিলেট চট্টগ্রাম এলাকায় ১৮ হতে ২০ টাকা প্রকার ভেদে কাঁচাপাতা বিক্রি হচ্ছে। বৈষম্যের কারণে এলাকায় চা চাষে কৃষকরা এগিয়ে আসছে না। বিগত বছরে পঞ্চগড়ের ৩টি কারখানায় ৫ লাখ ৪০ হাজার কেজি প্রক্রিয়াজাত চা উৎপাদন হয়েছিল। এবার প্রায় ৭ লাখ কেজি প্রক্রিয়া জাত চা উৎপাদিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। চা চাষের অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে টি বোর্ডের লোকবল কম থাকা, চা চাষে ঋণ বিতরণে জটিলতা, সেচ সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকা ও কৃষকদের বাগান তৈরির পর পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা না থাকা। সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারলে চা চাষ পঞ্চগড়ে একটি প্রধান ফসল হিসেবে পরিণত হতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

৩ বছরেও ক্ষতিপূরণ পায়নি বাঁশখালীর পাহাড় চাপায় নিহতের

পরিবার

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

বাঁশখালী ইকোপার্ক সংলগ্ন সাবেক চেয়ারম্যান শামছুল আলমের পাহাড় থেকে ইট ভাটার জন্য রাতের আঁধারে গোপনে মাটি কাটতে গিয়ে বিগত ২০০৬ সালের ১ এপ্রিল পাহাড় চাপা পড়ে নিহত ৪ হতভাগা শ্রমিকের পরিবার ৩ বছরেও ক্ষতিপূরণ পায়নি। বাঁশখালীর এমপি ও সাবেক বন প্রতিমন্ত্রী এবং এলাকার প্রভাবশালী মহলের মধ্যস্থতায় সংশ্লিষ্ট ইটভাটার মালিক নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ২০ হাজার টাকা এবং জমি ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়ার কথা থাকলে ৩ বছরেও তা দেয়া হয়নি। ফলে পরিবারের একমাত্র উপার্জন সক্ষম ব্যক্তিদের হারিয়ে নিহতের পরিবারগুলো অনাহারে, অর্ধাহারে মানবেতর জীবনযাপন করছে। জানা যায়, উপজেলার পশ্চিম চাম্বল মুন্সিখীল গ্রামের একদল শ্রমিক বিগত ২০০৬ সালের ৩১ মার্চ রাতে চাম্বলের ইট ভাটার জন্য মাটি কাটতে বাঁশখালী ইকোপার্ক সংলগ্ন পাহাড়ে গমন করেন। তারা সেখানে ৩১ মার্চ গভীর রাত থেকে মাটি কাটার পর ১ এপ্রিল শনিবার ভোর ৫টার দিকে হঠাৎ পাহাড়ের কাটা অংশে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই সিরাজ মিয়ার ছেলে নুরুল হক (১৮), ইসলাম মিয়ার ছেলে রবিউল আলম (১৭), শাহ আলমের ছেলে আবুল হোসেন মনু (২২) এবং রফিক আহমদের ছেলে বেলাল উদ্দীন (১৮) মারা যায়।

আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলেরা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি

আবু হেনা মুক্তি

ভরা মৌসুমেও মহাজন নামক দাদন ব্যবসায়ীদের অত্যাচার, নির্যাতন আর চড়া সুদে সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাগর থেকে ইলিশ মাছ আহরণকারী হাজার হাজার জেলে। আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলেরা নতুন করে দাদন নিয়ে আরো বিপাকে পড়েছে। দাদন দেয়া মহাজনরা জেলেদের মাছের দাম বাজার দর অপেক্ষা প্রতি মণে ৫০০/৬০০ টাকা কম প্রদান, প্রতি কেজিতে ২৫০ গ্রাম বেশী ধরে নেয়ার কারণে ইলিশ আহরণকারী জেলেরা দাদনের নেয়া সুদ ও মূল অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে দাদন দানকারী মহাজন নামের মধ্যস্বত্বভোগী সুদখোররা দাদন আদায়ের জন্য জেলেদের নামে থানায় মামলা দিয়ে হয়রানি করে জেলে পরিবারগুলোকে ভিটেছাড়া করছে বলে জানা গেছে। খুলনা ও বাগেরহাটের শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, কয়রা, দাকোপ, মংলাসহ সতক্ষীরার বিভিন্ন অঞ্চলের জেলেদের দাদন দিয়ে সাগরে মাছ আহরণকারী মালিক মহাজন নামের সুদখোর মধ্যস্বত্বভোগীরা সাগরে পাঠায়। সেখান থেকে যে মাছ আহরণ করবে তা শুধুমাত্র ঐ দাদন দানকারী মহাজনদের কাছে বাধ্যতামূলকভাবে বিক্রি করতে হয়। সাগর থেকে জীবনবাজি রেখে জেলেরা মাছ আহরণ করে ঘাটে আসলে মহাজনেরা সকল মাছ নামিয়ে নিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। এখানে প্রতি মণ বাজার দরের চেয়ে ৫০০/৬০০ টাকা কম এবং প্রতি কেজি মাছের ওজনের স্থানে ২৫০ গ্রাম করে বেশী ধরে নেয়। তাতে জেলেরা ১ কেজি মাছের দাম থেকে ২৫০ গ্রাম মাছের দাম কম পাচ্ছে। এ হিসাবে ৩০০ টাকা কেজিতে মাছ বিক্রি করায় প্রতি মণে মহাজনরা অতিরিক্ত ৩ হাজার টাকা জেলেদের ফাঁকি দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে। গড়ে প্রতি মণ মাছে মহাজনেরা সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে দাদন নেয়ার নামে। জেলেরা জানান, জীবনবাজি রেখে ঝড়-বৃষ্টি আর উত্তাল সাগরে প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে প্রতি ট্রিপে ১শ' মণ থেকে ২শ' মণ মাছ আহরণ করতে মহাজনদের দাদনের আসল টাকা বাদে শুধু সুদ ও মাছের ওজনে বেশী নেয়া বাবদ ৪ থেকে ৮ লাখ টাকা তারা আমাদের ফাঁকি দিয়ে নেয়ায় আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছি। তবুও দাদন দানকারী মহাজনদের হাত থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। এমন অবস্থা সাগরে মাছ আহরণকারী সকল জেলেদের কপালে ঘটছে। অতি সম্প্রতি আশাশুনির জনৈক দাদন ব্যবসায়ী সুদখোর মহাজন আলাউদ্দিন খান তার দাদন দেয়া জেলে জাফর হাওলাদার ও আব্দুর রহমানের মাছের ওজনে ২৫০ গ্রাম করে ফাঁকি দিয়ে নেয়ায় তারা লক্ষাধিক টাকা ফাঁকির অভিযোগ স্থানীয় চেয়ারম্যান, থানা প্রশাসনে ও যৌথ বাহিনীর কাছে দাখিল করলে দাদন ব্যবসায়ী আলাউদ্দিন খান জেলে জাফর ও রহমানের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবীর অভিযোগ দায়ের করে হয়রানি করছে বলে থানা প্রশাসন স্বীকারও করেছে। এরকম বহু মামলা পাথরঘাটা, শরণখোলা, খুলনা,

বাগেরহাট ও কলাপাড়া থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। খুলনাঞ্চলের জেলাগুলোর সাগরে মাছ আহরণকারী জেলেরা জানান, আমরা দাদন দানকারী মহাজনদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছি। আমরা সাগরে মারা গেলেও মহাজনরা আমাদের পরিবারগুলোকে কোন সাহায্য করে না। বরং কিভাবে দাদনের টাকা সুদসহ উসুল করবে তার ব্যবস্থা করে। সাগরে মারা গেলেও পরিবারকে টাকা পরিশোধে ভিটেবাড়ী বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাগরে ইলিশ আহরণকারী জেলেরা। তারা এর প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আবেদন করেছে। তারা জানান, মহাজনদের এ নির্যাতন, অত্যাচার আর হয়রানির অবসান না ঘটলে ভবিষ্যতে জেলেরা জীবনবাজি রেখে সাগরে মাছ আহরণে আগ্রহী হবে না।

একশ’ বছরের পুরনো ভবনে চলছে রাউজান থানার কার্যক্রম

রাউজান (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

ব্রিটিশ শাসন আমলে টিনসেডে নির্মিত থানা ভবনটি কয়েকবার আংশিক সংস্কার হলেও নতুন নির্মাণের কোন উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এতে করে জরাজীর্ণ আনুমানিক ১০০ বছর পুরনো ভবনে চলছে থানার কার্যক্রম। দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে গিয়ে থানায় ওসিকে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে। থানা ওসির কক্ষ একেবারেই ছোট। এসআইসহ অন্যান্য অফিসারদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। হাজতখানায় নেই পরিবেশ। পাশে কনস্টেবল থাকার কক্ষগুলো ছোট। বর্ষার সময় টিন দিয়ে পানি পড়ে কক্ষগুলোতে। ওসির থাকার কক্ষ নেই। এসআই’র কক্ষে ওসির বাসস্থান। অফিসার তুলনায় থাকার বাসস্থান একেবারেই কম। মাত্র ৫ জন অফিসার থানা ভবনের কম্পাউন্ডে থাকার জায়গা পেলেও অন্যান্য অফিসাররা বাইরে ভাড়াবাস নিয়ে থাকতে হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত রাউজান থানা ভবনটি ১০০ বছরেরও নতুন ভবনে পরিণত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সচেতন মহল। জানা যায়, ১ একর ৬১ শতক জায়গার উপর বর্তমান ভবন। পাশাপাশি রয়েছে ৭৪ শতক জায়গার উপর পুকুর এবং রয়েছে ৯৫ শতক ভূমি। থানার বর্তমান নবাগত ওসি নিখিল চন্দ্র মন্ডল পিপিএম জানান, ব্রিটিশ সরকার আমলে তাদের নকশার উপর নির্মিত থানা ভবন কয়েকবার সংস্কার করা হলেও নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যার কারণে কনেস্টবল ও অন্যান্য অফিসাররা মানবেতর জীবনযাপন করছে। স্থানীয়রা জানায়, একটি ভয়ঙ্কর বিষয় হচ্ছে বর্ষার সময় বিষাক্ত সাপের আনাগোনা বেড়ে যায় থানা এলাকায়। এদিকে থানা ভবন নির্মিত না হওয়ায় আলামত হিসেবে সংরক্ষিত মালামাল হেফাজতে রাখা যাচ্ছে না। বর্তমান এবাদতখানা সম্প্রসারণ করে জামে মসজিদ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। থানায় লেট্রিন প্রশাবখানাগুলো জরাজীর্ণ। গ্যাসলাইন, বিদ্যুৎ চাহিদা যথাযথ পাওয়া যাচ্ছে না। থানার পাশাপাশি ফাঁড়িগুলো জরাজীর্ণ। এগুলো সংস্কার জরুরী হয়ে পড়েছে। নতুন থানা ভবন নির্মাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার জেডএ মোরশেদ জানান, আমরা এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন করেছি।

বগুড়ায় ফেনসিডিল উদ্ধার ॥ আটক ১

বগুড়া অফিস

বগুড়া ডিবি পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে ৩৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। এ সময় পুলিশ এক যুবক ও একটি চাল বোঝাই ট্রাক আটক করে। ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাত ১১টায় বগুড়া শহরতলীর চারমাথায় ঢাকাগামী একটি চাল বোঝাই ট্রাক (বগুড়া ট-০২-০৩৯) কে সিগনাল দেয়। এ সময় ট্রাকটি দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ ট্রাকটির পেছনে ধাওয়া করে। ফলে ট্রাকচালক শহরতলীর তেলিরপুকুর নামক স্থানে ট্রাকটি ফেলে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ট্রাকটি তল্লাশি করে ড্রাইভার কেবিনের সিটের পেছন থেকে ৩০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। পরে পুলিশ ট্রাকটি ডিবি অফিসে নিয়ে আসে। অপরদিকে গত বুধবার সকালে ডিবি পুলিশ চারমাথাস্থ গোদারপাড়ায় নওগাঁ থেকে ছেড়ে আসা বগুড়া অভিমুখী একটি বাস থেকে নেমে আসা যাত্রী বাচ্চু (২৭)কে আটক করে। এ সময় তার কাছে থাকা একটি ব্যাগের

ভেতর থেকে ৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। বাচ্চু সাতক্ষীরা দেবহারা থানার কুলিয়া ব্রীজ এলাকার মৃত জুলমাতের ছেলে। এ ব্যাপারে বগুড়া সদর থানায় দুটি পৃথক মামলা হয়েছে।

মিঠাপুকুরে ডিপিএস'র নামে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মিঠাপুকুর (রংপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

রংপুরের মিঠাপুকুরে সোনালী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ডিপিএস'র নামে গ্রাহকদের লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গ্রাহকরা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট যৌথ স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মিঠাপুকুরের সোনালী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নামের এনজিও দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকায় নামমাত্র একটি অফিস ভাড়া নিয়ে শত শত গ্রাহকের কাছ থেকে ডিপিএস'র নামে সঞ্চয়ী হিসাব খুলে মাসিক হাজার হাজার টাকা আদায় করছে। কাজল চন্দ্র বর্মন মাসিক জমা ৫শ' টাকা ৫ মাসে ২ হাজার ৫শ', বিপ্লব মাসিক ১শ' টাকা, ৬ বছরে ৯ হাজার ৬শ', রাশেদা বেগম মাসিক কিস্তি ৫'শ টাকা, ১৩ মাসে ৬ হাজার ৫শ', আঃ রউফ মিয়া ৫শ', শরণ কুমার ৫শ', তপন কুমার ২শ' টাকাসহ শত শত গ্রাহক বিভিন্ন এমাউন্টে ডিপিএস'র টাকা জমা করেন। গ্রাহকরা জানতে পারেন, পীরগঞ্জ উপজেলার সোনালী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে। তারা সঞ্চয়ী টাকা ফেরত নেওয়ায় জন্য পাসবই জমা করলে তাদেরকে বিভিন্নভাবে সময় দিয়ে টালবাহনা শুরু করা হয়। দীর্ঘদিন হলেও তাদের জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়া হচ্ছে না। মিঠাপুকুর শাখা ব্যবস্থাপক বেলা রানী জানান, গ্রাহকদের টাকার জন্য হেড অফিসে বলা হয়েছে। হেড অফিস যখন টাকা দেবে আপনারা পাবেন। এ বিষয়ে গ্রাহক হেড অফিসের মহাপরিচালক শামস উদ্দিন আজাদ, অর্থসচিব সাবিনা নাজনিন, এ,ডি হারুন-অর-রশিদসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানান, গ্রাহকদের ডিপিএস'র বয়স ১ বছর হলে তাদের জামানত ফেরত দেয়া হবে না এবং ৫ বছরের নিচে হলে ৩০% টাকা কর্তন করে জামানত ফেরত দেয়া হবে। এছাড়া শাখা ব্যবস্থাপক বেলা রানী অনেক গ্রাহকের পাস বইয়ে টাকা জমা না করে নিজেই আত্মসাৎ করেন। উল্লেখ্য, শাখা ব্যবস্থাপক বেলা রানী বর্তমান উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মওদুদা আক্তারের নামে ৫ হাজার টাকা ঋণ দেখিয়ে নিজেই তা আত্মসাৎ করেন। এছাড়াও রেহেনা পারভীন কাশিপুর, মিঠাপুকুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ও তার স্ত্রীর নামে তাদের অজান্তে ঋণ ও ডিপিএস'র ৪০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। ১ বছরের অধিক ডিপিএস গ্রাহকের ৩০% টাকা কর্তন করে নিজেই আত্মসাৎ করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে ১ জুলাই একটি যৌথ স্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিঠাপুকুর বরাবরে দাখিল করেন এবং অনুলিপি জেলা প্রশাসক রংপুর বরাবর প্রেরণ করেন। অভিযোগকারীরা তার বিরুদ্ধে শাস্তি ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

সেতাবগঞ্জে আখ চাষীদের ভর্তুকি প্রদান

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

সেতাবগঞ্জ চিনিকলের আখ চাষীদের মাঝে প্রায় ৭৪ লাখ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ভর্তুকি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এক চাষী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিরাজুল হক বলেন, এই এলাকার পশ্চাৎপদ চাষীরা আখ আবাদের মাধ্যমে আর্থিক সমৃদ্ধি আনতে পারে। বাজারে কোন ফসলের মূল্য নির্ধারিত না থাকলেও আখের মূল্য নির্ধারিত আছে। তাই একজন চাষী আখ আবাদ করে কম মূল্য পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সরকার চাষীদের আরো ব্যাপক হারে আখ আবাদে উৎসাহিত করার জন্য ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু করেছে। সেতাবগঞ্জ চিনিকলের ১ হাজার ৬০৪ জন চাষীর মাঝে ৭টি সাব জোনের ২১টি ইউনিটের ২ হাজার ৩৮৮ একর জমিতে আখ আবাদের জন্য ৭৩ লাখ

৮৩ হাজার ২৭৪ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। ভর্তুকির পরিমাণ একরপ্রতি সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৪শ' টাকা আর সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা।

বদরগঞ্জে অপহরণের দু'মাস পরও উদ্ধার হয়নি সাবনুর

বদরগঞ্জ (রংপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

বদরগঞ্জের এতিম সাবনুর অপহণের দু'মাস পার হলেও উদ্ধার হয়নি এখন পর্যন্ত। সাবনুরের দাদা সুলতান আহম্মেদ অপহরণকারীদের নাম ঠিকানাসহ থানায় মামলা দেয়ার পরও উদ্ধারে কোন তৎপরতা নেই বদরগঞ্জ থানা পুলিশের। জানা যায়, উপজেলার রামনাথপুর সরদার পাড়ার সুলতান আহম্মেদের ছেলে সাবনুরের পিতা শফিকুল ইসলাম সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যবরণ করেন। তখন সাবনুরের বয়স ছিল ৩ বছর। মৃত্যুপূর্ববর্তী এবং মৃত্যুর পরের সেনাবাহিনী থেকে পাওয়া সম্পূর্ণ টাকা সাবনুরের একাউন্টে জমা থাকে। তাছাড়াও সাবনুরের নামে তার দাদার দেয়া অনেক জমিও রয়েছে। এই অর্থ সম্পদের কারণে সাবনুরের উপর চোখ পড়ে একই এলাকার আনিছুলের ছেলে হেলালের। সাবনুরকে বিভিন্ন সময় রাস্তাঘাটে স্কুল যাওয়ার সময় হেলাল উত্তক্ত করতো। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিও হয়েছে। কিন্তু তার পরও হেলাল সাবনুরের পিছনে লেগে থাকত। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে দাদা সুলতান আহম্মেদ গত ২৩ এপ্রিল সেনাবাহিনীতে কর্মরত আসাদুজ্জামানের সঙ্গে সাবনুরের বিয়ে দেন। এতিম সাবনুরকে নিয়ে সুন্দরভাবে সুখে-শান্তিতে চলছিল আসাদুজ্জামানের দাম্পত্য জীবন। বিয়ের কয়েক দিন পর আসাদুজ্জামান সাবনুরকে নিয়ে বেড়াতে আসে দাদার বাড়ীতে। ১৫ মে বিকেলে তারা দু'জনে হাটতে যায় খোলাহাটি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়। বাড়িতে ফিরার পথে বদরগঞ্জ-খোলাহাটি রোডের শিব মন্দিরের কাছে পৌঁছামাত্র পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা হেলাল সাবনুরকে জোরপূর্বক মাইক্রোবাসে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সাবনুরকে ফেরত দেয়ার জন্য সুলতান আহম্মেদ হেলালের পরিবারকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু হেলালের পরিবার সাবনুরকে ফেরত দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। সুলতান আহম্মেদ কোন উপায় না পেয়ে ১৯ মে বাদী হয়ে বদরগঞ্জ থানায় ৫ জনকে আসামী করে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করে। সাবনুরের দাদা সুলতান আহম্মেদ জানান, আমার নাতনীর অর্থের লোভে তাকে অপহরণ করা হয়েছে। মেয়েকে উদ্ধারের জন্য আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। সাবনুরকে হারিয়ে তার মা কেঁদে কেঁদে পাগল প্রায়। মামলার আইও এসআই মামুনুর রশিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আসামীদের ধরার জন্য খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। খবর পেলেই তাদের ধরা হবে।

রাজারহাটে আম বাজার

রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

মধুমাস শেষের দিকে কুড়িগ্রামের হাটবাজার, গ্রামগঞ্জে এখন আমের বাজার জমজমাট। শত শত রিকশা-ভ্যান সকাল থেকে আম নিয়ে জড় হচ্ছে উপজেলার বাজারগুলোতে। রাজারহাটে প্রতিকেজি আমের মূল্য ২৫-৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

বিএড ও এমএড কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেসিসি মেয়র

খুলনা ব্যুরো

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক বলেছেন, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার করিগর। আজকের প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য তাদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন। আদর্শ শিক্ষকগণই সমাজের পথপ্রদর্শক। এজন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তিনি গত বুধবার বেলা ১১টায় খুলনা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে বিএড ও এমএড কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিখিল কুমার রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর শেখ সাঈদ আলী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রভাষক বিধান চন্দ্র রায়।

রাজশাহীতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

রাজশাহী অফিস

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বলেছেন, রাজশাহী মহানগরীর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সমৃদ্ধশালী করার জন্য সিটি হাসপাতালে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে। গত বুধবার সকালে নগরভবনের সরিৎ দত্ত গুপ্ত মিলনায়তনে ইউনিসেফের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রকল্পের রাসিক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ দিনব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নতুন অর্থবছরে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। রাসিকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল হাসনাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন রাসিকের প্যানেল মেয়র-২ সাজ্জাদ হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর আনসার আলী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আজাহার আলী, সচিব কেএম আব্দুস সালাম। শিক্ষিকাদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নিঘাত সুলতানা।

গোপালগঞ্জে ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু

গোপালগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা

গোপালগঞ্জে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু হয়েছে। গত বুধবার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা মিলনায়তনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শেখ ইউসুফ হারুন। টুঙ্গিপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সারওয়ার মর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ আজিজুল ইসলাম, টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র বিনয় কুমার সাহা, মোঃ খোরশেদ আলম, মাওলানা আব্দুল ওহাব প্রমুখ।

মহেশখালীর নিখোঁজ স্কুলছাত্রীর সন্ধান মেলেনি

মহেশখালী (কক্সবাজার) উপজেলা সংবাদদাতা

মহেশখালী উপজেলার বড় মহেশখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী জুলেখা বেগম (১২) গত ২৯ জুন স্কুলে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজনসহ সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েটির সন্ধান মেলেনি। এ ব্যাপারে নিখোঁজ ছাত্রীর গরীব পিতা মহেশখালী থানায় একটি সাধারণ ডাইরী করেন। মেয়েটির সন্ধান পেলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোবাইল নং-০১১৯১-২৬২০৬০/০১৮১৯-৭০৩২৩৩/০১৮২০-৫৩৮৯৫০ নম্বরে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল।

গাজীপুরে আলোচনা সভা

গাজীপুর সদর উপজেলা সংবাদদাতা

গাজীপুর সদরের কোনাবাড়ী আমবাগ এলাকায় গত বুধবার বিকেলে মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর সদর সার্কেল (সিনিয়র এএসপি) মোঃ জামিল হাসান।

কোনাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুন্দর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন– জয়দেবপুর থানার ওসি আঃ রশিদ, কোনাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আহসান উল্লাহ, ইউপি সদস্য নাসির উদ্দিন মোল্লা, এডঃ শরবেশ আলী, আব্বাস আলী, ডাঃ সামসুল হক, খলিলুর রহমান প্রমুখ।

২২ বছরেও স্থায়ী হয়নি...

গলাচিপা (পটুয়াখালী) উপজেলা সংবাদদাতা

গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ইপিআই বিভাগের ১০ জন পোর্টার মানবেতর জীবনযাপন করছে। ২২ বছর চাকরি করেও স্থায়ী হতে পারেনি তারা। ৩ জন পোর্টারের বেতন দিয়ে চলছে ১০ জন পোর্টার। সূত্র জানায়, গলাচিপা উপজেলায় ১৭টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা রয়েছে। এ উপজেলায় রয়েছে ৪ লাখ লোকের বাস। রয়েছে অর্ধশতাধিক চর। বিচ্ছিন্ন চরগুলোর সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ হয় একমাত্র ট্রলারের মাধ্যমে। এই দুর্গম এলাকায় শিশুদের পোলিও, হাম, যক্ষা ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুস্টংকার, হেপাটাইটিস-বি ও হিমুফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি রোগের টিকাদানের সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য নিয়োজিত রয়েছে ৩ জন অস্থায়ী পোর্টার। পোর্টার মোঃ মতিন হাওলাদার, চিত্তরঞ্জন দাস ও হযরত আলীকে কর্তৃপক্ষ স্থায়ী হওয়ার আশা দিয়ে তাদের বেতন ও পরিবহন ভাতা কেটে রেখে অন্য ৭ জনকে বেতন ভাতা দিচ্ছেন। দীর্ঘ ২২ বছর পার হলেও তাদের চাকরি স্থায়ী হয়নি।

অভয়নগরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

অভয়নগর (যশোর) উপজেলা সংবাদদাতা

অভয়নগরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। আশংকাজনক হারে চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এক সপ্তাহে ৯ বাড়িতে গণডাকাতি ও ২ দোকানে চুরি সংঘটিত হয়েছে। ডাকাতদের গুলী ও দা'য়ের কোপে মহিলাসহ ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ডাকাতরা ওই সকল বাড়ি থেকে অস্ত্রের মুখে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ প্রায় ২০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। গত শনিবার নওয়াপাড়া হুদা ফার্মেসী ও জাকির ট্রেডার্সে চুরি সংঘটিত হয়। স্বর্ণালংকারসহ প্রায় অর্ধলক্ষাধিক টাকার মালামাল চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় জনতা নূর হোসেন (২৫), সেলিম (৪৫), শাহআলম (২১)-কে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। অপরদিকে ২৫ জুন গভীর রাতে উপজেলার কোদলা গ্রামে ১০/১২ জনের সশস্ত্র ডাকাতদল নিরঞ্জন বিশ্বাস ও অশিত বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ প্রায় ৩ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এ সময় ডাকাতদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গৃহকর্তা নিরঞ্জন বিশ্বাস (৪৮) ও অশিত বিশ্বাস (৪৫) আহত হয়। এরপর একই রাতে উপজেলার শংকরপাশা গ্রামে সরঞ্জিত পালের বাড়িতে হানা দিয়ে ডাকাত দল জোরপূর্বক দরজা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। এ সময় ডাকাতরা নগদ ১ লাখ টাকা ও ১২ ভরি স্বর্ণালংকার লূট করে নিয়ে যায়। ডাকাতরা ওই বাড়ির নববধূ ভক্ত পালের স্ত্রী চায়না পাল (২০)-কে কুপিয়ে আহত করে। এছাড়া গত ২২ জুন রাতে উপজেলার মাগুরা গ্রামের দাউদ আলী, হবিবর রহমান ও হাফিজুর রহমানের বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায় এবং গত ২৪ জুন রাতে উপজেলার দেয়াপাড়া গ্রামে নিমাই চন্দ্রের বাড়িতে হানা দিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকাসহ প্রায় ৫ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এরপর একই গ্রামের ইশারত শেখ-এর বাড়িতে ডাকাত দল হানা দেয়। এসময় বাড়ির লোকদের চিৎকারে গ্রামবাসী এগিয়ে আসলে ডাকাতদল জনতাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লে অভিজিত (২৫) ও ইশারত (৪৫) গুলীবিদ্ধ হয় । আহতদের অভয়নগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পুলিশের টহল থাকা সত্ত্বেও প্রতিরাতে চুরি-ডাকাতি হওয়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের অভিযোগ– ডাকাতদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে। অভয়নগর থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জানান, ডাকাতির ঘটনায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছে। বাকিদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হবে। এছাড়াও পুলিশ টহল জোরদার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

বীজ ও সার বিতরণ

বানারীপাড়া (বরিশাল) উপজেলা সংবাদদাতা

গত বুধবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বীজ ও সার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবুল কালাম আজাদ। বক্তৃতা করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মজিবুল হক মিয়া, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ রকিবুল প্রমূখ।

ভ্যাকসিন কার্যক্রম উদ্বোধন

গত বুধবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে ইপিআই কর্মসূচির হিমোকাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ নুরুল ইসলাম। বক্তৃতা করেন ইউএনও আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ মো. জসিম উদ্দিন, ডাঃ যতীন চন্দ্র রায়, ডাঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

এমজিএমসিএল'র দ্বিবার্ষিক নির্বাচন

পার্বতীপুর (দিনাজপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

এমজিএমসিএল অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের প্রথম দ্বিবার্ষিক নির্বাচন গত ২৫ মে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সভাপতি হিসেবে সৈয়দ রফিজুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (ক্রয়) এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোঃ সরোয়ার হামিদ, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশিক্ষণ) নির্বাচিত হন। নির্বাচিত অন্য কর্মকর্তরা হলেন– সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল মাজেদ, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রডাকশন); সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনোয়ার হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক (যান্ত্রিক); অর্থ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রাফিউ, উপ-ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা); সাংগঠনিক ও দপ্তর সম্পাদক মোঃ মোক্তার হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব); কল্যাণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক (ইলেকট্রিক্যাল); প্রচার, প্রকাশনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমান, সহ-সমন্বয় কর্মকর্তা; পরিষদ সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা, ভাণ্ডার সহকারী কর্মকর্তা; পরিষদ সদস্য মোঃ খোরশেদ আলম, উপ-সহকারী প্রকৌঃ; পরিষদ সদস্য মোঃ অলিউল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌঃ।

চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

পাকুন্দিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে পাকুন্দিয়া প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকুন্দিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি এমএ রশীদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আয়কর আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি, আওয়ামী লীগ নেতা ও পাকুন্দিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান এডভোকেট মোঃ সোহরাব উদ্দিন। এতে বক্তব্য রাখেন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আছাদুজ্জামান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল মুহাম্মদী, দিগন্ত টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি আব্দুস সাত্তার প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন কবি ও সাংবাদিক সোলায়মান কবীর।

পীরগঞ্জের ভিআইপি কক্ষের মালামাল লাপাত্তা

পীরগঞ্জ (রংপুর) উপজেলা সংবাদদাতা

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভিআইপি কক্ষের জন্য ক্রয়কৃত তিন লাখ টাকার বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রীর কোন হদিস মিলছে না। ১৯৯০ সালের শুরুতেই উপজেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল হতে এসব সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছিল। তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস তত্ত্বাবধায়ক-এর ওপর এসব সামগ্রী সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল। আকস্মিকভাবে উপজেলা পরিষদ বাতিল হওয়ার পর দীর্ঘদিন খোঁজখবর রাখেনি কেউই। এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি রাতের আঁধারে সবগুলো বিলাসদ্রব্য তৈজসপত্র ও অন্যান্য মালামাল পাচার করে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও আর সন্ধান মিলছে না। সাম্প্রতিক সময়ে ভিআইপি কক্ষকে নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থও ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বে ক্রয়কৃত কোন দ্রব্যসামগ্রীর খোঁজ করা হয়নি রহস্যজনক কারণে। ফলে পুরো বিষয়টি এখন ধামাচাপা পড়তে যাচ্ছে। অথচ কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে এসব ক্রয় করা হয়েছিল।

আমতলীতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পোস্ট অফিস

আমতলী (বরগুনা) থেকে তালুকদার মোঃ কামাল

আমতলী উপজেলায় জরাজীর্ণ এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে জনবল সংকট, আসবাবপত্রবিহীন অবস্থায় চলছে সরকারী ডাক বিভাগের পোস্ট অফিসের কার্যক্রম। উপজেলা পর্যায়ের সব সরকারী অফিস-আদালত, উপজেলা শহর, ব্যাংক, আমতলী ডিগ্রী কলেজ, ডিগ্রী মাদ্রাসাসহ ৩ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩১টি সরকারী অফিস, ২টি থানা, শতাধিক এনজিও, অসংখ্য সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পৌরসভাসহ ১৩টি ইউনিয়নের জরুরী ডাক আদান-প্রদানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ডাক বিভাগের এ অফিসটি রয়েছে অরক্ষিত অবস্থায়। মান্ধাতার আমলের জরাজীর্ণ চরম ঝুঁকিপূর্ণ একটি ভবনে আসবাবপত্রবিহীন, দরজা-জানালা ও ভাঙ্গা র‍্যাক্স দিয়ে চলছে আমতলী পোস্ট অফিসের কার্যক্রম। অফিসের মধ্যে প্রবেশ করলে মনে হয় মান্ধাতার আমলের পরিত্যক্ত গোডাউন। ওয়াল ও ছাদ চুয়ে পানি পড়ে মূল্যবান কাগজপত্র নষ্ট হচ্ছে প্রতিদিন। রয়েছে জনবলের চরম সংকট। সরকারী হিসাবে জনবল থাকার কথা উপজেলা পোস্টমাস্টার ১ জন, পোস্টাল অপারেটর ২ জন, পোস্টম্যান ২ জন, মেইল পিয়ন ১ জন, রানার ১ জন, নৈশ প্রহরী ১ জন ও ঝাড়ুদার ১ জনসহ মোট ৯ জন থাকার কথা। কিন্তু ১ জন উপজেলা পোস্টমাস্টার ১জন, পোস্টাল অপারেটর ২ জন, রানার ১ জন, নৈশপ্রহরী ১ জন ও ঝাড়ুদার ১ জন দীর্ঘদিন ধরে পদগুলো শূন্য রয়েছে। ৩ জন দিয়ে চলছে আমতলী উপজেলা পর্যায়ের সরকারী ডাক বিভাগের এ পোস্ট অফিসের কার্যক্রম। আমতলী পোস্ট অফিসের অধীনে রয়েছে ২৮টি শাখা ডাকঘর। এসব শাখার দৈনন্দিন ডাক বণ্টনের পর উপজেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন অফিস-আদালত, কলেজ, মাদ্রাসা ও বন্দরের জরুরী ডাক বিতরণে বর্তমানে জনবলকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রধান ডাকঘরের যাবতীয় কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। এতে সরকারী ডাক বিভাগের ওপর সাধারণ মানুষ আস্থা হারাতে বসেছে। সাধারণ মানুষ এখন সরকারী ডাকের পরিবর্তে বেসরকারী কুরিয়ার সার্ভিসসহ প্রাইভেট সার্ভিসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। সাবপোস্ট অফিসের কর্মরত জনবল দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করলেও ডাক বিভাগের হারানো গৌরব ফেরাতে পারছে না।

তানহাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন

অভ্যন্তরীণ ডেস্ক

গাজীপুর জেলার পুবাইল ইউনিয়নের নয়ানীপাড়া গ্রামের দরিদ্র আব্দুল গফুর মিয়ার সন্তান সাবিকুন নাহার তানহা। সে এখন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। তানহা ২০০২ সাল থেকে এই রোগে ভুগছে। ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে তিনবার অপারেশন করানোর পরও তার রোগের কোন উন্নতি হয়নি। ক্যান্সারে তার এক চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য চোখও নষ্টের পথে। আব্দুল গফুর মিয়া একজন গাড়ীচালক। মেয়ের চিকিৎসা করাতে গিয়ে সহায় সম্পত্তি যা ছিল সবই বিক্রি করে দিয়েছেন। তানহার চিকিৎসার জন্য প্রায় ১০ লাখ টাকা লাগবে। তার দরিদ্র পিতার পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব না। তাই তার পিতা দেশের হৃদয়বান ও দানশীল লোকদের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা : সঞ্চয়ী হিসাব নং-৬৩০৮, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড,

পুবাইল বাজার শাখা, গাজীপুর।

বাঁশখালীর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) উপজেলা সংবাদদাতা

ভারী বর্ষণে বাঁশখালীর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। রাস্তা-ঘাট পানিতে একাকার হয়ে জনদুর্ভোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। উপজেলার কর্মক্ষেত্রেও বিরূপ প্রভাব পড়েছে। প্রবল বর্ষণে উপজেলার ২ শতাধিক কাঁচা ঘরবাড়ী ও দেড় শতাধিক পুকুর এবং মৎস্য ঘের তলিয়ে গেছে। উপজেলার ফসল, পানের বরজ ও চাষাবাদেরও ব্যাপক ক্ষয় হয়েছে। নাপোড়ায় পাহাড়ি ঢলে নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে। সেখানে স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কোমরপানি পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। পুরো উপজেলায় ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এতে কমপক্ষে ৪০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তরা জানিয়েছে। বাঁশখালী পৌর এলাকায় অধিকাংশ নালা, ছড়া দখল ও ভরাট হয়ে যাওয়ায় বর্ষার শুরু থেকেই তীব্র জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের উত্তর পাশ ঘেঁষে ও দক্ষিণ পাশের মহাজন পাড়ার বহমান পাহাড়ি ছড়া দুটি প্রভাবশালীরা জবরদখল করে মার্কেট ও বসতবাড়ী নির্মাণ করায় বৃষ্টির পানি চলাচলে চরম বিঘ্ন ঘটছে। স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের পানি চলাচল করতে না পারায় তা এখন পৌরবাসীর জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ পৌর সদরের বাহার উল্লাহ পাড়া, মিয়ার বাজার, নেয়াজরপাড়া, বিশ্বাসপাড়া, মহাজনপাড়া ও দারোগা বাজার এলাকায় এখন বসতবাড়ীর উঠান ও সড়কে পাহাড়ী ঢলের পানিতে থৈ থৈ করছে। উপজেলার পুইছড়ী, নাপোড়া, শেখেরখীল, চাম্বল, বৈলছড়ী, কালীপুর এবং উপকূলীয় ছনুয়া, বড়ঘোনা, গণ্ডামারা, সরল, বাহারছড়া ও খানখানাবাদেও সৃষ্টি হয়েছে তীব্র পানিবদ্ধতা। প্রবল বর্ষণে বর্তমানে উপজেলার ৪০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাপত্রের

ওপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

খুবি সংবাদদাতা

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণাপত্র ও প্রকল্প প্রস্তাবনা লিখনের কৌশল শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনে আয়োজিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করে ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে গবেষণার পীঠস্থান। শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষকদের গবেষণা কার্যক্রমে আরও নিবিষ্ট হতে হবে। প্রফেসর ডঃ মোঃ হারুনর রশীদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ছাত্র বিষয়ক পরিচালক প্রফেসর ডঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিচালক ডঃ মোঃ গোলাম সারোয়ার। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমাজ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের প্রভাষক ডঃ আবদুল্লাহ আবু সাঈদ। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় মূল স্পীকার ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক এ কর্মশালায় অংশ নেন, যাদের বেশীরভাগ

নবীন শিক্ষক।

চোর নিয়ে বিপাকে

রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের ধুবিল ইউপির চৌধুরীঘুঘাট গ্রামের হযরত আলী (৪০) গত ২৭ জুন মধ্যরাতে মালতিনগর গ্রামের শরাফত আলীর বাড়ীতে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে চুরি করতে যায়। এ সময় বাড়ীর লোকজন টের পেয়ে হযরত আলীকে হাতেনাতে আটক করে এবং ইউপি চেয়ারম্যান আক্তারুল ইসলাম মুন্নুর হেফাজতে রাখে। চেয়ারম্যান চোর আটকের ঘটনাটি থানায় ৩ দিন ধরে অবগত করার পরও পুলিশ চোরকে থানায় জমা না নেয়ায় ইউপি চেয়ারম্যান ধৃত চোর নিয়ে বিপাকে পড়েছেন।

চুনারুঘাটে খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহঃ) ওরস উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রহঃ) পবিত্র ওরস উপলক্ষে চুনারুঘাট উপজেলার বানীগাঁও সুন্নি সমাজ উন্নয়ন ও আলা হযরত পাঠাগারের উদ্যোগে গত মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল মাওলানা ছোলাইমান খান রাব্বানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মাওলানা সাইফুর রহমান, মহিদ আহম্মদ চৌধুরী, সাংবাদিক এসএম সুলতান খান, আঃ রশিদ মাস্টার, মোজাম্মেল হোসেন, আফরোজ মিয়া ও হেলাল মিয়া প্রমুখ।

বালাম বই সংকট

বরুড়া (কুমিল্লা) উপজেলা সংবাদদাতা

কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে বালাম বইয়ের তীব্র সংকটের কারণে গত আড়াই বছর ধরে ২৭ হাজার দলিল জমা হয়ে পড়ে থাকায় জমি ক্রেতা-বিক্রেতারা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০০৭ সাল থেকে বালাম বইয়ের সংকট চলছে। বালাম বই না থাকায় জমি রেজিস্ট্রির পরও ক্রেতারা মূল দলিলের কপি পান না। এতে করে তারা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। জানা গেছে, রেজিস্ট্রি করা জমির দলিল ক্রেতাকে সরবরাহ করার আগে বালাম বইয়ে লিপিবদ্ধ করা অত্যাবশ্যকীয় হলেও তা সরবরাহ করা হয় না। অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার মোঃ মাহবুব আলম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, অনেকবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও বালাম বই পাইনি।

দীর্ঘদিন ধরে ফাইলবন্দি!

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ৮.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্প দু'টি গ্রামের কতিপয় লোকের কারণে দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় উপজেলার ৩ লক্ষাধিক মানুষ সিরাজগঞ্জ-বগুড়াসহ অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। সিরাজগঞ্জ-বগুড়া বিকল্প রাস্তা এবং উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতিকল্পে ১৩-১৪ বছর আগে কাজীপুর পৌর এলাকার আলমপুর থেকে সোনামুখী বাজার পর্যন্ত একটি নতুন সড়ক নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৫ সালে প্রস্তাবিত রাস্তাটির মাটি কাটার কাজ শুরু হয়। মাটি কাটাও শেষ পর্যায়ে এসেছিল। কিন্তু রাস্তাটি হাটশিরা-লক্ষীপুর গ্রামের মাঝখান দিয়ে সিএন্ডবি নির্দেশিত মানচিত্র অনুযায়ী ঠিকাদার মাটি কাটা

শুরু করলে হাটশিরা গ্রামের কতিপয় লোক এতে বাধা দেয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির সৃষ্টি হয়। ফলে মাটিকাটা বাদ দেন ঠিকাদার। হাটশিরা গ্রামের কতিপয় লোক রাস্তাটি ওই গ্রামের মাঝখান দিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করে এবং হাটশিরা ও লক্ষীপুরের বেশ কিছু লোক দুই গ্রামের স্বার্থে, হাটশিরা লক্ষীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাজারের উন্নতিকল্পে দুই গ্রামের মাঝখান দিয়ে রাস্তার কাজ শুরু করার জন্য আরো একটি লিখিত আবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগে দাখিল করে। কাজেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ সংঘাত এড়ানোর জন্য প্রকল্পটি আপাতত বন্ধ করে দেয়।